দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 31 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ইউজিসির ৪ সদস্যকে পদত্যাগের নির্দেশ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ জোট আমলে নিয়োগ পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চার সদস্যকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে সরকার। সরকারের পক্ষে স্বয়ং শিক্ষা সচিব নিজেই টেলিফোন করে চার সদস্যকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। এরা হলেন অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ, অধ্যাপক ফায়সুল ইসলাম

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ইউজিসির

(প্রথম পাতার পর)

ফারুকী, অধ্যাপক মোঃ সুলতান হোসেন এবং অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রহমান। সূত্রটি বলেছে, যেকোন সময়ই এই চার জন পদত্যাগ করতে পারেন। এর মাধ্যমে দেশের উচ্চ শিক্ষার দেখভালের দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও সংস্কার কাজ শুরু হলো।

ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ জনকণ্ঠের কাছে এ বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, টেলিফোনে তাঁদের পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, "হ্যা আমরা পদত্যাগ করবো।"

আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে সরকারী কর্মকমিশন গঠনের কথা থাকলেও বেশ কয়েক বছর ধরেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও দলীয়করণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছিল। চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সকল সদস্যই দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হতে থাকে। বর্তমানে কমিশনের পূর্ণকালীন পাঁচ সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক অধ্যাপক এম মাহবুব উল্লাহ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফায়সুল ইসলাম ফারুকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ সুলতান হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রহমান এবং বুয়েটের অধ্যাপক ড. এহসানুল হক সবাই জোট আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত। এঁদের মধ্যে কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত কয়েকজনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। যা নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখিও হয়েছে। এতে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বর্তমান নির্দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচন কমিশন, পিএসসিসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করে পুনর্গঠন করে। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকেও তারা দলীয়করণ থেকে মুক্ত করে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আড়াই মাস আগে মেয়াদ শেষে চেয়ারম্যানের পদ থেকে বিদায় নেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তাঁর স্থলে বর্তমান সরকার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক বিশিষ্ট নগর ও পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে। তার পর থেকেই জোট আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যদের সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। কিছুদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে আলোচনা জোরালো হয়ে ওঠে। জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় এ নিয়ে সংবাদও প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়, সরকারী কর্মকমিশনের পর এবার ঢেলে সাজানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে। প্রাথমিক পর্যায়ে জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্যদের সরিয়ে তাঁদের স্থলে দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সদস্য করা হচ্ছে।

এমনি পরিস্থিতিতে সোমবার শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম নিজেই টেলিফোন করে জোট আমলে নিয়োগ পাওয়া পাঁচ সদস্যের মধ্যে উল্লিখিত চার সদস্যকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। তবে আরেক সদস্য বুয়েটের অধ্যাপক ড. এহসানুল হককে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি। সূত্রমতে, কাজের সুবিধার্থে পুরনো সদস্য হিসেবে তাঁকে রাখা হচ্ছে। এ দিকে কয়েকদিন ধরে নতুন সদস্যও খোঁজা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েক জনের একটি তালিকাও প্রায় প্রস্তুত বলে জানা গেছে।